ফায়ার কন্যা পলি

কটপিস সংবলিত 'ফায়ার' ছবিটি এখন সারা দেশে চলছে। মোহাম্মদ হোসেন পরিচালিত 'ফায়ার' প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত। এ জন্যই সে ছবির প্রধান নায়িকা পলি আলোচিত ছিলেন ছবি রিলিজের আগেই। এবং যথারীতি 'ফায়ার' রিলিজের আগে পলি অভিনীত হাফ ডজন ছবি মুক্তি পায় দ্বিতীয় নায়িকা হিসেবে। কিছুদিন আগে হঠাৎ করে একজন ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে ফিল্ম ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন পলি। কিন্তু ফিল্ম তিনি ছেড়ে দিলেও ফিল্ম তাকে ছাড়েনি। নতুন করে আবার ফিল্মে কাজ করছেন গত সপ্তাহ থেকে। প্রযোজক মোশাররফ হোসেন তুলার বিশেষ অনুরোধে পলির ফিরে আসা। এসেই সাইন করেছেন নতুন তিন ছবি। তারপরেও তিনি ফায়ার কন্যা হিসেবেই পরিচিত।

'খোলামেলা পোশাক পরলেই কেউ খারাপ হয়ে যায় না। এ ব্যাপারে আমার স্বামীর কোনো চিন্তা ভাবনা নেই'

সাপ্তাহিক ২০০০ : কেমন আছেন 'ফায়ার' কন্যা?

পলি : ভালো, খুব ভালো।

২০০০ : নতুন বিয়ে, সংসার...

পলি : স্বামী-সংসার নিয়ে আমি খুব সুখী।

২০০০ : স্বামীর ইচ্ছেতেই ফিল্ম ছেড়েছিলেন। আবার কি...?

পলি : স্বামীর অনুমতি নিয়েই কাজ করছি। আসলে প্রযোজক মোশাররফ হোসেন তুলার সঙ্গে আমার হাজব্যান্ডের আগে থেকেই পরিচয় ছিলো। তার রিকোয়েস্টেই কাজ করার অনুমতি মিলল। তবে এখন আমি যে সব ছবি করবো, সেসব প্রধান নায়িকার চরিত্র থাকবে। আগের মতো হুটহাট দ্বিতীয়, তৃতীয় চরিত্রের কাজ করবো না।

২০০০ : 'ফায়ার' ছবির ব্যাপক সাফল্যের কারণেই কি এমন সিদ্ধান্ত?

পলি : তা তো অবশ্যই। ছবি ভালো চলছে বলেই সবাই তাদের ছবিতে কাস্ট করতে চাইছেন। তাদের প্রয়োজন আমাকে কাস্ট করার। আর আমার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি আদায় করা।

২০০০ : আপনার কি ধারণা, বিয়ের পরেও আপনি জনপ্রিয় হবেন?

পলি : শাবানা আপা, চম্পা আপা, দিতি আপা, মৌসুমী আপারা পারলে আমি পারবো না কেন? আপনাদের ফটোসুন্দরী মিলা হোসেনও বিয়ে করেছেন। নতুন নায়িকা তিন্নিরও তো স্বামী সন্তান আছে। তারা পারলে আমিও পারবো।

২০০০ : আপনি প্রাপ্তবয়স্কদের নায়িকা?

পলি : এটা প্রচারের কারণে হয়েছে। আমি ছবিতে কমার্শিয়াল শট দিয়েছি। বিদেশের স্পটের উপযোগী পরিবেশের মানানসই শট দিয়েছি। এর বেশি কিছু নয়। বিদেশের মাটিতে জন্ম নেয়া একজন মেয়ে এমন খোলামেলা চলতেই পারে। বাস্তবেও এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে।

২০০০ : তাই বলে প্রায় অর্ধনগ্ন হয়ে ৪ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড একটি গানে নাচাটাও কি জরুরি?

পলি : অভিনয় করতে নেমে ঘোমটা দেব কেন? সিকোয়েন্সের প্রয়োজনে, ছবির প্রয়োজনে এমন একটি গানের প্রয়োজন ছিলো বলেই নেচেছি।

২০০০ : আপনার নতুন স্বামী কি ছবিটি দেখেছেন? তার অনুভূতি কেমন?

পলি : আমার নতুন স্বামী বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন।

২০০০ : এর আগে আপনি নাকি বিয়ে করেছেন একবার?

পলি : মিথ্যে কথা। এটাই আমার প্রথম ও শেষ বিয়ে। জানেন তো স্বামীর জন্যই ফিল্ম ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামী উদার বলেই আবার ফিল্ম করতে পারছি। তিনি জানেন, সবই অভিনয়। এখানে বাস্তবতার কোনো ছোঁয়া নেই। খোলামেলা পোশাক পরলেই কেউ খারাপ হয়ে যায় না। এ ব্যাপারে আমার স্বামীর কোনো চিন্তা ভাবনা নেই।

২০০০ : 'ফায়ার' রিলিজের পর আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

পলি : ভালো। যারা আমার 'ফায়ার' দেখেছেন সবাই বলছেন খুব ভালো লেগেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইন্ডিয়ার নায়িকাদের ছাড়িয়ে গেছেন পলি। আমার ফিগারও অনেকের পছন্দ হয়েছে।

২০০০ : ভবিষ্যতে এমন আরো ছবির অফার এলে কি করবেন?

পলি : অবশ্যই করবো। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন চরিত্রে কাজ করবো না। বিদেশের পটভূমিতে কেবল কাজ করবো। কারণ

ফায়ার কন্যা পলি

সি নে মা রি ভি উ

কিসের তান্ডব!

রুবেল-পপি দর্শকনন্দিত জুটি। এ জুটির ছবি দেখতে দর্শকদের ভিড় হবে তা জানা কথা। তবে ভিড় যে এরকম হবে তা জানা ছিলো না। রীতিমতো জনসমুদ্র ঠেলে তবেই 'মহাতান্ডব' দেখতে হলের ভেতর ঢোকা গেলো।

ঘটনা সংক্ষেপ : সাংবাদিক রাজীব জননেতা হুমায়ুন ফরীদির কিছু কুকীর্তির ছবি তুলে ফেলে। চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ফিল্মসহ নেগেটিভ নিয়ে যায় ফরীদি। রাজীবের ছেলে রুবেল বেকার যুবক। টেলিফোনের ক্রসকানেকশনে তার প্রেম হয় পপির সঙ্গে। রুবেলের বোন-মৌকে ধর্ষণ করে মিশা, ডন, গাংগুয়া, আজাদ। পুলিশ অফিসার নাসির খান এ কেস নিতে অস্বীকার করে। গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলে মৌকে। আদালতে মামলা ওঠে। সেখানে রাজীবকে পাগল সাব্যস্ত করা হয়। প্রতিশোধ নিতে রুবেল একে একে খুন করে সবাইকে।

প্রথম দৃশ্য : শুধু নায়ক-নায়িকার প্রথম পর্দা উপস্থিতির কথাই বলি। টেন্ডারবাজি নিয়ে মিশাদের সঙ্গে মারামারি লাগে রুবেলের বন্ধুদের । গুন্ডারা বন্ধুদের গুলি করলে মাটি ফুঁড়ে রুবেল উঠে আসে তা প্রতিহত করতে। পপিকে প্রথম দেখা যায় ক্রসকানেকশনে রুবেলের সঙ্গে কথা বলতে। এ দু'জনের প্রথম দেখা পার্কে যথারীতি ধাক্কার মাধ্যমে। প্রায় ৪৫ বছর হলো বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এসব ধাক্কাধাক্কির উদ্ভট ধারণা থেকে আমরা বেরোতে পারছি না। এ দু'জনের দেখা হওয়া যদি উদ্ভট হয় তবে অমিত হাসান-শাহনূরেরটা স্রেফ হাস্যকর। থানায় গিয়ে কোনো রকম নিরাপত্তাজনিত অজুহাত ছাড়াই একজন তরুণ পুলিশ অফিসারকে বডিগার্ড হিসেবে দাবি করে শাহনূর। এই তরুণ অফিসারটি যে অমিত হাসান, তা দর্শকদের জানা ছিলো। তবে তারা জানতো না পরবর্তী দৃশ্যে কি হবে। এজন্য দর্শকরা প্রস্তুত ছিলো না। শাহনূর অমিতকে নিয়ে চলে আসে নির্জন বাড়িতে। দারোয়ানকে চিৎকার করে বলে গেট তালাবদ্ধ করতে। নিজে লাগিয়ে দেয় ঘরের ছিটকিনি। এরপর... গান। 'কোত্থেকে কি হইলো, কিছুই তো বুঝবার পারলাম না। নায়ক-নায়িকার আগে পরিচয় আছে বইলা তো মনে হইলো না। তাইলে নায়িকার কাম কি এরকম ইয়াং পোলাগো ধইরা নিয়া আসা'- এ রকম মন্তব্য করা দর্শক চমকে গেছে শাহনূরের কর্মকান্ডে। আমরা চমকে যাই কাহিনীকার পরিচালক ছট্‌কু আহমেদের কর্মকান্ডে। কারণ অমিত-শাহনূরের দ্বিতীয় দেখা হবার দৃশ্যটাও অনেকটা এরকম। ফরীদির বাসায় গিয়ে তার মেয়ে শাহনূরের স্নানকক্ষে ঢুকে পড়ে অমিত। এবং আবারো গান। আবারো দর্শক চমকিত।

পরামর্শ : রুবেল পার্কে যায় পপির সঙ্গে দেখা করতে। একজোড়া ছেলে-মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে তার মন্তব্য, 'ইয়াং ছেলে-মেয়েরা চুমু খাবে না তো, পার্কে এসে কি শরবত খাবে?' আবার মৌকে ডন, মিশা, আজাদ, গাংগুয়া ধর্ষণ করলে সে থানায়

গ্রামের একটা মেয়ে এমন পোশাক পরে নাচ গান করলে মোটেই মানাবে না। আমার ছবির দর্শকরা চাইলে আমি সারাজীবন অভিনয় করে যাবো।

২০০০ : দর্শকরা আপনাকে আরো কঠিন কোনো চরিত্রে চাইলে, তখন কি করবেন?

পলি : কঠিন বলতে আপনি যদি আরো খারাপ কিছু মিন করেন তাহলে বলবো এদেশের সেন্সর বোর্ড যতোটুকু অনুমোদন দেবে ততোটুকুতে আমার সম্মতি থাকবে।

২০০০ : সেন্সর বোর্ড তো 'ফায়ার'-এ অনেক কিছুই অনুমোদন করেনি। কাটপিস নিয়েই ছবিটি সুপারহিট?

পলি : এটা প্রযোজক পরিচালকের বিষয়।

২০০০ : দায়-দায়িত্ব তো আপনার ঘাড়েই আসে। সেসব কাটপিসের দৃশ্যে আপনি অভিনয় করেছেন?

পলি : আমি সিকোয়েন্সের প্রয়োজনে অভিনয় করেছি। কোনটা কাটপিস, কোনটা কাটপিস নয়– সেটা আমার দেখার বিষয় ছিলো না।

২০০০ : তার মানে পরিচালক যে কোনো শট দিতে বললেই আপনি দিয়ে দেন?

পলি : পরিচালক যা বলেন তাই করি না। প্রয়োজনটা আমাকে বোঝাতে পারেন যদি।

২০০০ : দর্শকরা আপনার এমন অভিনয় বারবার না-ও দেখতে পারে। কারণ দর্শক সব সময়ই একজন পবিত্র নারী চরিত্রকে কামনা করেন। কিন্তু আপনার ইমেজ তো শাবানা, চম্পা, দিতি, মৌসুমীদের মতো হবে না।

পলি : তখন ফিল্ম ছেড়ে দিয়ে স্বামী আর সংসারে সময় দেব।

২০০০ : ইমেজ পাল্টানোর কোনো চেষ্টাই করবেন না?

পলি : না। কারণ আমি জানি এটা সম্ভব না। অন্তত একটা দিক দিয়ে আমি ইতিহাসের অংশ। আমাকে কম বেশি সবাই চেনেন। তবে আমার বিশ্বাস এখন যেসব চরিত্রে অভিনয় করবো সবগুলোই প্রধান চরিত্র হবে। সেক্ষেত্রে আমার নিজস্ব একটা ইমেজ দাঁড়াবে।

২০০০ : এই মুহূর্তে কোন ছবিতে কাজ করছেন?

পলি : এমএ রহিম পরিচালিত 'ভাগ্য বিধাতা' ছবিতে অমিত হাসানের বিপরীতে কাজ করছি।

২০০০ : 'ফায়ার'-এর নায়ক মান্নার বিপরীতে কোনো ছবি।

পলি : আলাপ হয়ে আছে। শিডিউল দিয়ে রেখেছি। মান্না ভাইয়ের শিডিউল মিলিয়ে কাজ শুরু হবে শিগগির।

২০০০ : আপনার স্বামীর ব্যবসাটা কি?

পলি : গ্রামীণ ফোনের ডিলার। ইস্টার্ন প্লাজায় শো রুম রয়েছে। নাম মিজানুর রহমান।

২০০০ : বিয়ের পর আপনার পুরনো বন্ধুদের কি হবে?

পলি : যেমন ছিলো তেমনই থাকবে। যারা আমার ভালো বন্ধু তারা অবশ্যই আমাকে অভিনন্দন জানাবে। তাদের জানা উচিত একজন মেয়ের জন্য বিয়েটা নিরাপত্তার বন্ধন।

যায় অভিযোগ করতে। ওসি নাসির খান যখন জানে ওরা সবাই প্রভাবশালীদের সন্তান, তখন বলে ওঠে, 'এসব তরুণ ছেলেরা রেপ করবে না তো আইসক্রিম খাবে?' অতএব পাঠক আপনি যদি তরুণ হন, তাহলে আর চিন্তা নেই। পার্কে চলে যান চুমু খেতে। আর শরবত, আইসক্রিম খাওয়া বাদ দিয়ে শুরু করুন রেপ করা। অন্তত তরুণদের প্রতি পরিচালক ছট্‌কু আহমেদের পরামর্শটা বোধ হয় এরকমই।

নাম : 'মহাতান্ডব' ছবির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিলো। তা হলো, ছবির নায়ক-নায়িকা, ভিলেনের চরিত্রগুলোর নাম ছিলো তাদের সত্যিকারের নাম। রুবেল, পপি, অমিত, শাহনূর, রাজীব, ফরীদি, সবাই স্বনামে বহাল ছিলো ছবিতে । ব্যাপারটা বুঝতে কিছুটা সময় লেগে যায় পাশের দর্শকের। এরপরই সে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করে, 'আসলে রুবেল, রাজীব, ফরীদিরা এতো বছর অভিনয় করতাছে যে, ওগো লাইগা সব নামই শেষ হইয়া গ্যাছে। এজন্যই ফিরতে হইলো নিজের নামে।'

গান : বলিউডে এমন অনেক ছবি নির্মিত হয়, যেখানে নায়িকারা একটি মাত্র গানের দৃশে অভিনয় করেন। ঐশ্বরিয়া, সুস্মিতাসহ অনেকেই এ ধরনের অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেন। 'মহাতান্ডব' ছবিতেও এরকম একজন শিল্পী ছিলেন, তিনি নাসরিন। মিশা , ডন, গাংগুয়াদের সঙ্গে শুধু একটি গানে তিনি ঠোঁট মিলিয়েছে। সঙ্গে উদ্দাম নাচ তো ছিলোই। নাসরিনের পর্দা উপস্থিতি মানেই দর্শকদের একটু নড়েচড়ে বসা। এই গানটিই তার প্রমাণ। গানের কথাগুলো শুনলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে-

'আমি যে রসবতী যৌবনা.
পাবি না এমন মাইয়া, পাবি না।
চোখে কামনার জল রে,
রসে টলমল গাল রে,
আমি যে পাকা তাল রে,
একটু হাতে নিয়ে দেখ রে।'

সংলাপের ধরন : 'এত সুন্দর ফিগারটা ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছ কেন' বলেই মৌ-এর ওড়না কেড়ে নেয় মিশা, ডন, গাংগুয়া। 'ওড়নার গন্ধ এতো সুন্দর, শরীরের গন্ধ নিশ্চয়ই আরো সুন্দর হবে'- এ কথা বলার পর মৌকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে তারা। অভিযোগ জানাতে থানায় যায় মৌ। সব শুনে ওসি নাসির খান বলে, 'এটা কি বেশ্যাখানা যে অপবিত্র শরীল নিয়া থানায় আইছস। ' এ রকম আরো অনেক অশ্লীল সংলাপ আছে এ ছবিতে। ছট্‌কু আহমেদরা যদি এ রকম সংলাপের ছবি তৈরি করেন, তাহলে বাংলা ছবির অবক্ষয় রোধ করা যাবে কিভাবে?

এই ছবির নায়িকা পপি

উত্তমের বাঁশি

বংশীবাদক উত্তম চক্রবর্তী

২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হলো উত্তম চক্রবর্তীর একক বাঁশি সন্ধ্যা। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে স্লোগান নিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বংশীবাদক উত্তম চক্রবর্তীর বাঁশি সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন অনেক গুণীজন। তিনি উপস্থিত অনেক গুণীজন ও শ্রোতাদের বাঁশির সুরে বেঁধে রাখেন পিনপতনহীন পরিবেশে। উল্লেখ্য, উত্তমের শৈশব থেকেই বাঁশির প্রতি ঝোঁক থাকায় এদেশের খ্যাতিমান বংশীবাদক ওস্তাদ শৈলেন বাড়ৈ, ওস্তাদ আবদুর রহমানসহ অনেকের কাছে তালিম নেন। সেখানে থেকেই বাঁশির সাধনায় মগ্ন। এর পর থেকে নিয়মিত বাঁশি সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বাঁশির সুরের সন্ধানে ছুটেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। '৯৭ সালে তিনি আমেরিকার ক্যালির্ফোনিয়া ইউনিভার্সিটির World Arts & Cultures Departments-এর আমন্ত্রণে Asia Pacific Performance Exchange (Appex)-এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি গুণী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ষড়ঋতু নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ধানমন্ডির শিল্পাঙ্গনে শুরু হয়েছে শিল্পী হাশেম খানের 'চিত্রমেলা: ষড়ঋতু' শিরোনামের একক প্রদর্শনী। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্র সমালোচক অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। নিতুন কুন্ডুর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, ফয়েজ আহমেদ, হাশেম খান প্রমুখ। শিল্পী হাশেম খান বলেন, 'আমার উপলব্ধি ও বোধের সঞ্চয়ই বিধৃত হয়েছে ক্যানভাসে, চিত্রভাষায় বিধৃত রঙ ও রেখার বিন্যাসে তৈরি বিভিন্ন রূপ। বাংলার ঋতু ছ'টি- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ষড়ঋতুতে আবর্তিত বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ। প্রকৃতি ও মানুষ একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পারিপার্শ্বিকতা ও প্রকৃতিকে যেমন সহজভাবে মেনে নেয় বাংলাদেশের মানুষ, তেমনি ঝড় ঝঞ্ঝা, বন্যা, প্লাবন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করে সাহস ও শক্তি দিয়ে। আমার বোধের যথাযথ রূপায়ণ ঘটেছে চিত্রমেলার চিত্রে- এমন কথা বলা যায় না। সঠিক ছবি কি? বা যা আঁকতে চাই তা কি পেরেছি? এই অন্বেষা ও আবিষ্কারের প্রয়াস আমার প্রতিটি ক্যানভাস।' প্রদর্শনী চলবে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে

নাট্যব্যক্তিত্ব এসএস সোলায়মানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো গাইড হাউজ মিলনায়তনে। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দুদিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয় এসএম সোলায়মানের নির্বাচিত নাটকের বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সোলায়মানের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, লিয়াকত আলী লাকী প্রমুখ। আলোচনা শেষে এসএম সোলায়মানের 'খান্দানী কিস্‌সা' মঞ্চস্থ করে সুবচন নাট্য সংসদ। মোহাম্মদ বারী গ্রন্থিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাদের চৌধুরী।

সেলিমের প্রিয় অনুষ্ঠান

টিভি এবং মঞ্চ দুই মাধ্যমেই সক্রিয়; সমান জনপ্রিয় শহীদুজ্জামান সেলিম। সম্প্রতি টিভি নাটকের নির্দেশনাও শুরু করেছেন তিনি। বিটিভিতে জমা দিয়েছেন 'দমের সমাদার' ও নিজামুদ্দিনের 'বিত্ত বাসনা' নামে দুটি নাটক। শহীদুজ্জামান সেলিমের সঙ্গে কথা হয় তার প্রিয় চ্যানেল আর টিভি প্রোগ্রাম নিয়ে। ইটিভি বন্ধের কারণে তিনি খুব হতাশ। সেলিম বলেন, 'খুব প্রিয় একটি চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেলো। ইটিভির খবরটা খুব ভালো লাগতো। দেশজুড়ে বাউলিয়ানা প্রোগ্রামগুলো খুব মিস করি, থাক কি হবে সেই কথা বলে।' দেশী চ্যানেলগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে সেলিম বলেন, বিটিভি একেবারেই দেখা হয় না, তবে যদি খেলা দেখানো হয় কেবলমাত্র তখনই বিটিভি দেখি। চ্যানেল আই-এর নিউজটা ভালো লাগে, এটিএন বাংলাও খারাপ না। তবে যে কোনো প্রোগ্রাম দেখার বিষয়টি ডিপেন্ড করে সময়ের ওপর।' বাইরের চ্যানেল সম্পর্কে শহীদুজ্জামান সেলিম বলেন, 'কলিকাতার বাংলা চ্যানেলগুলো সবই দেখি, তবে হিন্দি চ্যানেল কোনো অবস্থাতেই নয়। আকাশ সংস্কৃতির হিন্দি আগ্রাসনটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। তবে বাংলা চ্যানেলগুলোতে উত্তম কুমারের ছবি মিস করি না।' মুভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে নিয়মিত এইচবিও দেখেন সেলিম। এএক্সএন একেবারেই দেখেন না; অ্যাকশন মুভি ভালো লাগে না বলে জানালেন তিনি। এছাড়া অন্যান্য চ্যানেল খুব একটা দেখা হয় না তার। নিউজ চ্যানেলগুলোর মধ্যে বিবিসি নিয়মিত দেখা হয় তবে তবে সিএনএন একেবারেই দেখা হয় না বলে জানালেন তিনি।

শিরোপাচ্যুত

পুরাতন ঘটনার অবসান ঘটিয়ে নতুন ঘটনা সৃষ্টি করে রেকর্ড। আর এই রেকর্ডটি কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জন্ম দেয় নতুন ইতিহাস। এমনই ঘটেছে মিস ইউনিভার্স-এর ক্ষেত্রে। ঘটনাটি হলো-গত মিস ইউনিভার্স বিজয়িনীকে শিরোপাচ্যুত করা। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার ৫২ বছরের ইতিহাসে শিরোপাচ্যুত করার ঘটনা এটাই প্রথম। অফিসিয়াল ভাষ্য সাবেক মিস ইউনিভার্স অক্সানা ফেদোরোভা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। তবে গুজব উঠেছে তিনি ছেলেবন্ধুকে গোপনে বিয়ে করেছেন, এমনকি সন্তানসম্ভবাও! এই জন্যই তার খেতাব কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন তিনি। মিস ইউনিভার্স-এর রানার্স আপ পানামার সুন্দরী জাস্টিন পাসেককে গত ২৪ সেপ্টেম্বর নতুন মিস ইউনিভার্স ঘোষণা করা হয়। জাস্টিন পাসেক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, শিরোপা জয়ীর খেতাব কেড়ে নেওয়ার খবরে তিনি এখনো স্তম্ভিত। তবে আগামী নয়টি মাস হবে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ হলো সঙ্গীত সম্মেলন

মানবতার জন্য সঙ্গীত- এ স্লোগানকে সামনে রেখে অতি সম্প্রতি শেষ হলো ষষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত সম্মেলন। ইউনেস্কোর পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের অর্থ সহায়তায় সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে এ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করে। সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই 'তোমার হল শুরু' এই গানটি দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয়। আর এই গানটি গেয়ে শোনান সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সাদী মহম্মদ। তিনি ছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন খালিদ হোসেন, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, জহির আলীম। কলাবতী রাগের সঙ্গে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন মুনমুন আহমেদ। পাঁচদিনব্যাপী এই সঙ্গীত সম্মেলনে ছিল লোকগীতি, উচ্চাঙ্গ, নজরুল, রবীন্দ্র, ধ্রুপদিসহ বিভিন্ন গানের আসর। গানের পাশাপাশি ছিল যন্ত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এমন কি আলোচনা সভাও।

সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পীরা

জুটন চৌধুরী, রুহুল তাপস
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন